লক্ষ্মীর স্বর্গলাভ

দৈত্যরা যখন দেখল, ধন্বন্তরী অমৃতের কলসি নিয়ে দেবতাদের দিকে চলেছেন, তখন তারা ছুটে গিয়ে সেই কলসি কেড়ে নিতে গেল। দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে মারামারি হবার জোগাড় হল

হিমালয় পর্বতে এক বিদ্যাধরী সন্তানক ফুলের একগাছি মালা গেঁথে উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিল। মহর্ষি দুর্বাসাও পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে সেই পথ দিয়ে ফিরছিলেন। সেই অপূর্ব মালা দেখে দুর্বাসার খুব লোভ হল। তিনি বিদ্যাধরীকে বললেন, ''চমৎকার মালা! তুমি এই ফুল পেলে কোথায়?''--''আমি হিমালয় পর্বতের ফুলের বাগান থেকে পেয়েছি।'' দুর্বাসা বললেন, ''এ হল দেবতাদের উপযুক্ত মালা। তুমি এ মালাগাছি আমাকে দাও।''

বিদ্যাধরী তখন প্রণাম করে দুর্বাসার হাতে সেই সন্তানক ফুলের মালা দিল। স্বর্গে পৌঁছোবার পর দুর্বাসা দেখতে পেলেন, ইন্দ্র তাঁর হাতি ঐরাবতে চড়ে সেই দিকে আসছেন। দুর্বাসা সেই মালা ইন্দ্রের হাতে দিলেন। ইন্দ্র সেই মালা নিজে না পরে তাঁর হাতির মাথায় রেখে দিলেন। হাতি শুঁড় দিয়ে সেই মালাটি মাথা থেকে টেনে নিয়ে পা দিয়ে পিষে ফেলল।

দুর্বাসা খুব রেগে গিয়ে বললেন, ওহে দেবরাজ, তোমার দেখছি বড়ো অহংকার হয়েছে। আমি তোমাকে সম্মান করে মালা দিলাম আর তুমি সে মালা হাতিকে দিয়ে মাটিতে পিষে ফেললে! তুমি স্বর্গের রাজা হয়ে ভাবছ তোমার ঐশ্বর্যের সীমা নেই। কিন্তু আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার এ ঐশ্বর্য থাকবে না। তোমার স্বর্গ থেকে লক্ষ্মী চলে যাবেন। আর স্বর্গের ঐশ্বর্য সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি হাতি থেকে নেমে তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য দুর্বাসাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। দুর্বাসা ভয়ানক রেগে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এদিকে ইন্দ্র তাঁর নন্দনবনে ফিরে এসে দেখেন সেখানকার সব পারিজাত ফুল না ফুটেই ঝরে ঝরে পড়ছে। তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে দেখেন সব যেন শ্রীহীন হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন দুর্বাসার শাপে স্বর্গ ছেড়ে লক্ষ্মী চলে গেলেন।

সত্যিই তাই হল। লক্ষ্মী স্বর্গ থেকে চলে যাওয়াতে দেবতাদের আর সে ক্ষমতা রইল না। তাঁরা যেন ক্রমশ নিস্তেজ ও বলহীন হয়ে পড়লেন।

দৈত্যেরা দেবতাদের চিরশত্রু। তারা যখন শুনল দেবতারা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে, তখন তারা স্বর্গ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করল। তাদের এই সঙ্কল্পের কথা শুনে দেবতারা ছুটে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন, দৈত্যদের আটকানো আমার কাজ নয়। তোমরা যাও বিষ্ণুর কাছে।

দেবতাদের সব কথা শুনে বিষ্ণুকে বললেন, আপনি বলে দিন আমরা কী করে আবার হারানো শক্তি ফিরে পাব।

বিষ্ণু হেসে বললেন, এই ক্ষীর সমুদ্রের অতলে আছে অমৃত ভাণ্ড। সমুদ্রমন্থন করে তোমরা অমৃত-ভাণ্ড তুলে এনে অমৃত খেতে আরম্ভ করলে আবার তোমাদের হারানো শক্তি ফিরে পাবে।

দেবতারা তখন সমুদ্রমন্থনের সব কথা জেনে নিয়ে দৈত্যদেরও সেই কথা জানিয়ে দিলেন।

দৈত্যরা ভাবলে, শুধু দেবতারা যে অমৃত ভাণ্ড পাবে তাই বা কেমন করে হবে! আমরাই বা বাদ যাব কেন?

এই কথা ভেবে দৈত্যরাও দেবতাদের সঙ্গে সমুদ্রমন্থনে যোগ দিল।

মন্দার পর্বত হল মন্থনদণ্ড। আর বাসুকি সাপ হল মন্থন করার দড়ি। এইভাবে চলল সমুদ্রমন্থন। কিন্তু একটা বড়ো ভুল করে বসল দৈত্যরা। তারা ধরেছিল বাসুকির মুখের দিকটা, আর দেবতারা ধরেছিলেন লেজের দিক। এতে কিন্তু ফল হল দৈত্যেদের পক্ষে খারাপ। কারণ বাসুকির বিষাক্ত নিঃশ্বাস গায়ে লেগে দৈত্যরা ক্রমশই নির্জীব হয়ে পড়ল। কিন্তু মন্থন চলতে লাগল।

অনেক কিছু পাওয়া গেল ক্ষীরসমুদ্রের ভিতর থেকে। শেষে ধন্বন্তরী উঠলেন অমৃতের কলসি নিয়ে, সবশেষে উঠলেন লক্ষ্মীদেবী।

লক্ষ্মী দেবতাদের দলে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁদের মনে হল যেন তাঁরা শক্তি ফিরে পেয়েছেন। এদিকে দৈত্যরা যখন দেখল, ধন্বন্তরীও অমৃতের কলসি নিয়ে দেবতাদের দিকে চলেছেন, তখন তারা ছুটে গিয়ে সেই কলসি কেড়ে নিতে গেল। দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে আবার মারামারি হবার জোগাড় হল।

বিষ্ণু দেখলেন গতিক খারাপ। তখন তিনি তাড়াতাড়ি একটি সুন্দরী মেয়ের মোহিনী মূর্তি ধরে দৈত্যদের সামনে গানবাজনা শুরু করে দিলেন।

দৈত্যরা বিষ্ণুর নৃত্যগীতে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে, অমৃতের কলসির কথা তাদের আর মনে রইল না। সেই সুযোগে বিষ্ণু মোহিনী মূর্তিতেই অমৃতের কলসি নিয়ে সরে পড়লেন। দৈত্যরা তখন দেবতাদের চাতুরি বুঝতে পেরে দেবতাদের আক্রমণ করতে গেল। কিন্তু দেবতারা তখন নতুন শক্তিতে বলীয়ান। দৈত্যরা তাদের সঙ্গে পারবে কেন?

তারা শেষে স্বর্গের সীমানা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

দেবতারা তখন লক্ষ্মীকে ফিরে পেয়েছেন, লক্ষ্মীর পুনরায় স্বর্গলাভ হল।

আঁকিবুকি

অভিরূপ কর, প্রথম শ্রেণি, সেন্ট পলস্ স্কুল

জাগরী চক্রবর্তী, তৃতীয় শ্রেণি, মুন্সিরহাট বিবেকানন্দ শিশু মন্দির

স্নাতা দাস, অষ্টম শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল

উপাংশু রক্ষিত, দ্বিতীয় শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল